সংবাদ

তারিখ ... ২/১২/৮৪ ...
পৃষ্ঠা ... ৭ ... কলাম ... ৮ ...

বেগম রোকেয়ার গ্রামে আজও কেন অন্ধকার আর বন্দিনী ?

।। মোনাজাত উদ্দিন ।।

রংপুরের পায়রাবন্দ গ্রাম। এই গ্রামেরই একজন মহিলা নারী স্বাধীনতার পায়রাটাকে বদ্ধ খাঁচা থেকে বের করে এনে উড়িয়ে দিয়েছিলেন পৃথিবীর আকাশে-বাতাসে। যেসব মুসলিম মহিলা একসময় কঠোর পর্দার কারা-প্রাচীরের অন্তরালে নীরবে অভিশপ্ত জীবন কাটাতেন, তাঁরা সমস্ত গুণ্ঠন খুলে জীবনকে অর্থবহ করার জন্যে কর্মক্ষেত্রে এসে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছেন। উপলব্ধি করছেন জীবন মানে কেবল বেদনা বয়ে বেড়ানো নয়।

বাংলার মুসলিম নারী জাগরণের অগ্রদূত বেগম রোকেয়া। 'বোরখা ছাড়ো' আন্দোলনের উৎসর্গকৃত প্রাণ রমণী বেগম রোকেয়া ৯ই ডিসেম্বর তাঁর জন্ম এবং মৃত্যুদিবস। জন্ম পায়রাবন্দ গ্রামে, ১৮৮০ সালে, এক রক্ষণশীল জমিদার পরিবারে। ১৯৩২ সালে তিনি মারা যান। কলকাতার উপকণ্ঠে সোদপুরে তাঁর কবর। বেগম রোকেয়ার লেখা বই 'মতিচুর', 'পদ্মরাগ', 'অবরোধবাসিনী', 'সুলতানার স্বপ্ন' ইত্যাদি বিখ্যাত।

বেগম রোকেয়া স্বপ্ন দেখেছিলেন নারীমুক্তির। কিন্তু সে স্বপ্ন কি পুরোপুরি বাস্তবায়িত হয়েছে? রোকেয়ার জন্মস্থান পায়রাবন্দ গ্রামের আজকের নারী সমাজের অবস্থাটা কি রকমের? পায়রাবন্দের চিত্র থেকে গোটা বাংলাদেশের অবস্থাটা হয়তো জানা যাবে কিছু।

পায়রাবন্দে

রংপুর শহর থেকে প্রায় নয় মাইল দূরে পায়রাবন্দ। এটি মিঠাপুকুর উপজেলার একটি ইউনিয়ন।

গ্রাম সমাজে এখন এমনিতেই হাজারো সমস্যা। অর্থনৈতিক সমস্যা, সামাজিক সমস্যা। সমস্যাগুলো অধিকাংশ ক্ষেত্রেই চেপে বসেছে নারীদের কাঁধে। পায়রাবন্দ ইউনিয়নের ২১টি গ্রামে প্রায় সাড়ে ১৮ হাজার মানুষের বাস,---এদের মধ্যে পুরুষ ৯ হাজার ৩৫৩ জন আর মহিলা ৮ হাজার ৯৬০ জন। এরা অধিকাংশই পুরুষ প্রভাবিত। এখানকার ৫০ জন প্রাপ্তবয়স্কা মহিলার ওপর এক পর্যবেক্ষণ চালিয়ে দেখা যায়, গত ইউপি নির্বাচনকালে ৫০ জনের মধ্যে ৪৫ জন মহিলা তাদের স্বামী-প্রভাবিত হয়ে ভোট দিয়েছেন।

৮,৯৬০ জন মহিলার মধ্যে ১৮ বছরের ওপরে যাদের বয়স তাদের সংখ্যা ৪,৬৯০। এদের অধিকাংশই সামাজিক বিভিন্ন অবস্থার শিকার হয়ে শিক্ষালাভের সুযোগ পায়নি। নিরক্ষর মহিলাদের সচেতন করে তোলার ব্যাপারে এ ইউনিয়নে আজ পর্যন্ত কোন পদক্ষেপ নেয়া হয়নি স্বাধীনতার পর দীর্ঘ সময়ে। মহিলাদের জন্যে একটা গণশিক্ষা কেন্দ্র পর্যন্ত চালু হয়নি, মহিলা সমিতি পর্যন্ত সংগঠিত হয়নি। সরকার কিংবা স্থানীয় প্রশাসন ও সমাজপতিদের ভূমিকা ফক্কা। রংপুর শহর থেকে সুধীজন ও বিভিন্ন সংগঠনের সদস্য-সদস্যারা এসে পায়রাবন্দে বেগম রোকেয়ার ধ্বংসপ্রাপ্ত বাড়ীর আঙিনায় স্মরণ সভা করে গেছেন বিভিন্ন সময়ে। সেখানে রোকেয়ার স্মৃতি রক্ষার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু নারী শিক্ষাদান কিংবা অভাবী মেয়েদের কর্মসংস্থানের মাধ্যমে সেই মহিয়সী মহিলার আত্মাকে শান্তি দিতে আজও এগিয়ে আসেননি কেউ। রাজশাহী বিভাগ উন্নয়ন বোর্ডের টাকায় পায়রাবন্দে নির্মিত হয়েছে একটি রেষ্ট হাউস (যদিও তা ভ্রমণকারীদের ব্যবহারযোগ্য নয়); কিন্তু বেগম রোকেয়ার পর আজ পর্যন্ত কেউ পায়রাবন্দের অশিক্ষা-কুসংস্কার অন্ধ বিশ্বাস আচ্ছন্ন পরিবারগুলোতে আলোর প্রদীপ নিয়ে বলেনি, "তোমরা জাগো, অন্ধকার থেকে আলোতে এসো।"

শিক্ষাচিত্র

গ্রামে মেয়েদের শিক্ষাব্যবস্থা বলতে আছে একটি বালিকা বিদ্যালয়, নাম "বেগম রোকেয়া মেমোরিয়াল গার্লস হাই স্কুল"। পাশেই আছে একটি প্রাইমারী স্কুল।

বালিকা বিদ্যালয়ে ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্রীসংখ্যা ১৪২।

ষষ্ঠ শ্রেণীতে ছাত্রীসংখ্যা ৩০, দৈনিক ক্লাসে উপস্থিত থাকে ১৪/১৫ জন। সপ্তম শ্রেণীতে ছাত্রী সংখ্যা ৩১ জন, দৈনিক উপস্থিত থাকে ১০/১১ জন। সপ্তম শ্রেণীতে ছাত্রী ২৯ জন, উপস্থিতির হার শতকরা ৫০ ভাগ। নবম শ্রেণীতে ছাত্রীসংখ্যা ৩২ জন, কিন্তু ১৩ই নভেম্বর থেকে ২৭শে নভেম্বর পর্যন্ত হাজিরা খাতায় 'রোল কল' হয়নি। দশম শ্রেণীতে ছাত্রীসংখ্যা ২০ জন, কিন্তু ২০শে থেকে ২৭শে নভেম্বর পর্যন্ত রোল কল হয়নি। ১৯শে নভেম্বর সর্বশেষ হাজিরা হিসেবে দেখা যায়, ওই দিন উপস্থিত ছিল ৭ জন আর অনুপস্থিত ছিল ১৩ জন।

২৭শে নভেম্বর '৮৪ আমরা স্কুল পরিদর্শন করি। প্রধান শিক্ষক জানালেন, দশম শ্রেণীতে ২০ জন ছাত্রীর মধ্যে নির্বাচনী পরীক্ষা দিয়েছে ১১ জন। যে ৯ জন ছাত্রী পরীক্ষায় অংশ নেয়নি, তাদের হয় বিয়ে হয়ে গেছে নতুবা আর্থিক অভাব অনটনের কারণে তারা লেখাপড়া ছেড়ে দিয়েছে।

বালিকা বিদ্যালয়টিতে রয়েছে নানা সমস্যা। সীমানা-দেয়াল নেই, স্কুল ভবন মেরামত হচ্ছে না, নতুন একটি পাকা ভবন যার এখনও প্লাষ্টার হয়নি, দরজা জানালা-ভাঙ্গা।

রঞ্জিনা সাবের

স্কুলের একজন শিক্ষয়িত্রী হলেন রঞ্জিনা সাবের। ইনি বেগম রোকেয়ার বংশধর মরহুম মসিয়ুজ্জামান সাবেরের মেয়ে। রঞ্জিনা সাবের এইচ, এস, সি পাস করে আরও উচ্চ শিক্ষা লাভের আশায় রংপুর কারমাইকেল কলেজে ভর্তি হয়েছিলেন, কিন্তু আর্থিক অনটনের কারণে আর পড়তে পারেননি। তিনি শিক্ষকতার কাজ নেন নিজ গ্রামের স্কুলে।

রঞ্জিনা সাবের দাবী করেন, তাঁর বাবা মসিয়ুজ্জামান সাবের ছিলেন বেগম রোকেয়ার ভাই এবং রোকেয়া তাঁর (রঞ্জিনার) সম্পর্কে ফুফু হন। ফুফুর যে স্বপ্ন ছিল, নারী জাগরণের স্বপ্ন, সেই স্বপ্ন বাস্তবায়িত করতেই তিনি বেছে নিয়েছেন শিক্ষকতার পেশা।

নারী শিক্ষা ছাড়া তাদের মুক্তি নেই। নারী নির্যাতন আর কুসংস্কার অন্ধ বিশ্বাস থেকে নারী সমাজকে রক্ষা করতে হলে প্রতিটি মেয়েকে শিক্ষিত করে তুলতে হবে। এজন্যে সাংসারিক অভাব অনটনের মধ্যেও রঞ্জিনার ছোট একটি বোন স্থানীয় স্কুলের দশম শ্রেণীতে পড়ছে।

রঞ্জিনা সাবের বিবাহিতা। দু'টি ছেলে মেয়ে। স্বামী বেকার। এ অবস্থায় বোনের লেখাপড়ার

বেগম রোকেয়ার বংশধর রঞ্জিনা সাবের। শিক্ষকতা করেন পায়রাবন্দ গার্লস স্কুলে। -সংবাদ

খরচ জোটানো কষ্টকর হয়ে দাঁড়িয়েছে।

নাসিমা সাবের

বেগম রোকেয়ার বংশধরদের আরেকজন নাসিমা সাবের রেবা। মরহুম ইয়াকুব আলী সাবেরের কন্যা। রেবার মা বৃদ্ধা মজিদা খাতুন জানালেন, বেগম রোকেয়া সম্পর্কে তার স্বামীর ফুফু। প্রায় ৭ বছর আগে ইয়াকুব আলী সাবের মারা যান। এরপর থেকে আজ পর্যন্ত গ্রামের এর-ওর কাছ থেকে খুঁজে মেগে রেবার পড়াশোনা চালাচ্ছে তার বৃদ্ধা মা। বই নেই, স্কুলে যাবার তেমন কাপড়-চোপড় নেই। অথচ বেগম রোকেয়ার বংশধর হিসেবে তো তাঁরা অন্ততঃ রেবার পড়াশোনার জন্যে কিছু সরকারী সাহায্য পেতে পারতেন। পাননি।

রেবা এখন দশম শ্রেণীতে পড়ছে পায়রাবন্দ গার্লস স্কুলে।

রোকেয়া পরিবারের আরেকজন নাসিমা সাবের, দশম শ্রেণীর ছাত্রী এই অল্প বয়সেই বিয়ে হয়ে গেছে তার। --সংবাদ

কিছুদিন আগে বিয়ে হয়ে গেছে তার।

(এখানে বলা দরকার, বেগম রোকেয়ার বংশ হলো সাবের বংশ। এ বংশেরই জমিদার মরহুম জহিরুদ্দিন আবু বাকের সাবের (রোকেয়ার ভ্রাতা)-এর ২য় পুত্র ইয়াকুব আলী সাবের। মৃত্যুর আগে অভাবের তাড়নায় ইনি গ্রহণ করেছিলেন ভিক্ষাবৃত্তি। '৭৬-এর ১২ই ডিসেম্বর দৈনিক সংবাদ-এ ইয়াকুব আলী সাবেরের একটি ছবি ছাপা হয়েছিল।)

বাল্যবিবাহ

রেবার বিয়ে হয়েছে অল্প বয়সে, দশম শ্রেণীর ছাত্রী অবস্থায়। তেমনি, এই পায়রাবন্দের দেবীপুর গ্রামের রোকসানা বেগম বাল্যবিবাহের শিকার হয়েছে। রোকসানার বয়স মাত্র ৭ বছর, বিয়ে হয়েছে ১৫/১৬ বছর বয়সের ছেলে আতিয়ার রহমানের সাথে। রোকসানা স্থানীয় প্রাইমারী স্কুলে ভর্তি হয়েছিল বটে, কিন্তু ভর্তির ১৫/১৬ দিন পর সে স্কুলে যাওয়া বন্ধ করে।

খোর্দ মুরাদপুর গ্রামের নুরজাহান, বয়স মাত্র ১১ বছর, তার বিয়ে হয়েছে যুবক মোহাম্মদ আলীর সাথে। প্রথম শ্রেণীতে পড়া অবস্থাতে বিয়ে হয়েছে সুরমা বেগমের। এদের সবার ছবি ছাপা হয়েছিল দৈনিক সংবাদ-এ, '৮৪-এর ১৪ই জুনে। বাল্যবিবাহ আজও চলছে পায়রাবন্দে। পিতামাতা ও অন্যান্য অভিভাবকের অজ্ঞতা, দেশের চলতি আইন সম্পর্কে উদাসীনতা ও মূলতঃ গ্রামীণ অর্থনৈতিক ব্যবস্থা কাজ করছে বাল্যবিবাহ ঘটনায়।

পায়রাবন্দের ২১টি গ্রামের ৩টিতে অনুসন্ধান চালিয়ে দেখা গেছে (নিজস্ব অনুসন্ধান) গত ৩ বছরে শতাধিক বাল্যবিবাহ সম্পন্ন হয়েছে ঐ গ্রামগুলোতে। অল্প বয়সে ছেলেমেয়েদের বিয়ে হলে তাদের শারীরিক ও মানসিক দারুণ ক্ষতি হতে পারে, এটুকু পর্যন্ত জানেন না অধিকাংশ পিতামাতা। এক্ষেত্রে, এলাকার জনপ্রতিনিধি, প্রভাবশালী ব্যক্তি ও সরকারের প্রচার মাধ্যমগুলো তেমন কোন সন্তোষজনক ভূমিকা পালন করেননি, যাতে বাল্যবিবাহ বন্ধ হতে পারে।

বাল্যবিবাহ যেমন আছে তেমনি পায়রাবন্দের গ্রামে গ্রামে আছে নারী নির্যাতন, আছে শতেক কুসংস্কার, প্রচলিত আছে হরেক রকম অন্ধবিশ্বাস। এর নাগপাশে বাঁধা পড়ে আছে বিরাট কর্মশক্তি নারীসমাজ। মূলতঃ অশিক্ষা-কুশিক্ষা থেকে পাওয়া এসব কুসংস্কার আর অন্ধবিশ্বাস অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ক্ষতিকর হয়ে দাঁড়াচ্ছে সুন্দর মুক্ত সমাজ গঠনের পথে, নারীদের মুক্তির পথে। বেগম রোকেয়ার জন্মস্থান পায়রাবন্দ গ্রামে আজও অনেক বিবাহিতা মহিলা এখনও বিশ্বাস পোষণ করেন যে, স্বামী তার স্ত্রীকে মারপিট করলে করতে পারে এবং এটা তাদের "অধিকারেরই" অংশ। স্বামীর প্রহার স্ত্রীর শরীরের যে সব জায়গায় লাগবে, সে সব জায়গা নিশ্চিতভাবে "বেহেস্তে যাবে" এমন অন্ধবিশ্বাস তাদের অনেকের মনেই বাসা বেঁধে আছে।" ১০ দিন ধরে স্বামীর খেদমত করলে বেহেস্ত নসীব হবে" এমন বিশ্বাসের কথা এক সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন পায়রাবন্দ গ্রামের ১৪ বছর বয়স্কা জনৈকা গৃহবধু, যার স্বামীর বয়স ৮০ বছরের ওপরে।

বেগম রোকেয়া জন্ম নিয়েছিলেন অতিশয় দুঃখবহ গ্লানিকর এক যুগে। অশিক্ষা আর কুশিক্ষায় আচ্ছন্ন ছিল সমাজ। বিশেষ করে মুসলমান নারী সমাজের অবস্থা এমন ছিল যে, জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত মেয়েদের থাকতে হতো হেরেমের অন্ধকার কোণে। শিক্ষার দ্বার ছিল তাদের জন্যে রুদ্ধ সমাজ ডুবে ছিল গোঁড়ামি আর কুসংস্কারের পঙ্কিলতায়।

কিন্তু শতবর্ষ পরে, বেগম রোকেয়ার জন্মস্থান পায়রাবন্দের পায়রাগুলো আজও কেন খাঁচাবন্দী? আজও কেন মুক্ত আকাশে উড়তে পারছে না তারা? আজও সেখানে সকল নারীর জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা কেন হলো না? আজও সেখানে বাল্যবিবাহ কেন ঘটছে? কুসংস্কার আর অন্ধ বিশ্বাসের অন্ধকারে ডুবে আছে নারীসমাজ? চলছে কেন নারী নির্যাতন?

এসব প্রশ্নের জবাব কে দেবে?